বিনামূল্যে দেওয়া হল

ইতিমধ্যে অতিবৃষ্টি ও বাঁধ থেকে জল ছাড়ার জেরে বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার অনেক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। দুর্গাপুর ছেড়েছে। সেচ দপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বাঁকুড়ার কংসাবতী বাঁধ থেকে ১৬ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়েছে।

ফোনেই বাড়িতে মিলবে সব রকমের মিস্ত্রি

২৮টি পুরসভায় পাইলট প্রজেক্ট পুজোর আগেই • থাকবে টোল ফ্রি নম্বর

অলকাভ নিয়োগী • বারাসত

বিএনএ: নর্দমা সাফাই থেকে মোড়ের মাথার লাইট টাঙানো, বিয়েবাড়ি থেকে ট্যাঙ্কের জল— এসব পুরানো গল্প। এখন পুরসভা মানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ! বিয়ের পুরোহিত থেকে কনে সাজানোর লোক, পরিচারিকা থেকে গৃহশিক্ষক, কাঠের মিস্ত্রি থেকে ইলেকট্রিশিয়ান— কী চাই বাসিন্দাদের? কেবল টোল ফ্রি নম্বরে একটি ফোন করলেই বাড়িতে হাজির হবে আধুনিক পুর পরিষেবা। সরকারি প্রকল্পের হাত ধরে এভাবেই পুর পরিষেবায় 'রূপকথা'র বদল আসছে। এই নতুন প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'নগর জীবিকা কেন্দ্র' বা 'সিটি লাইভলিহুড সেন্টার'। যা পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে রাজ্যের ২৮টি পুরসভায় চালু হতে চলেছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসইউডিএ) এবং আরবান লোকাল বডিস (ইউএলবিএস) দ্বারা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আরবান লাইভলিহুড মিশন (ডব্লুবিএসইউএলএম) এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। পাইলট প্রজেক্টে আসানসোল, ইংলিশবাজার, জলপাইগুড়ি, বারাসত, বসিরহাট, ভাটপাড়া, বনগাঁ, কামারহাটি, মধ্যমগ্রাম, চুঁচুড়া, খড়্গপুর, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ, উত্তর বারাকপুর, উত্তর দমদম, তাম্রলিপ্ত, উলুবেড়িয়া, উত্তরপাড়া, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, হলদিয়া, কল্যাণী, নৈহাটি, পুরুলিয়া, শ্রীরামপুর, বারাকপুর এবং বহরমপুর পুরসভা চিহ্নিত হয়েছে।

ওই পুরসভাগুলিতে একটি করে 'নগর জীবিকা কেন্দ্র' তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রের পৃথক টোল ফ্রি নম্বর থাকবে। সংশ্লিষ্ট পুরসভা ওই টোল ফ্রি নম্বর এলাকায় প্রচার করে সকল নাগরিককে জানিয়ে দেবে। ওই নম্বরে ফোন করলেই ঘরে বসে মিলবে যাবতীয় পরিষেবা। এই প্রকল্পে বলা হয়েছে, কাঠের মিস্ত্রি, কল সারানোর মিস্ত্রি, কাপড় পরিষ্কারের লোক, নির্মাণ শ্রমিক, দরজি, উল বুনুনি, ঝাড়ুদার, ইলেকট্রনিক্স কারিগর, ক্যুরিয়ার সার্ভিস, রঙের মিস্ত্রি, গাড়িচালক, ট্যুরিস্ট গাইড, মোটর মেকানিক, হস্তশিল্প, বিউটিশিয়ান, পরিচারিকা, ফিজিওথেরাপিস্ট, রান্নার লোক, নার্স এবং অভিজ্ঞ আয়া পাওয়া যাবে। এছাড়া, পুরোহিত, মৌলবি, গৃহশিক্ষক, গানের শিক্ষক, সিকিউরিটি গার্ড, ডেলিভারি ম্যানসহ গৃহস্থের প্রয়োজনে যে কোনও পরিষেবা প্রদানকারী লোক সরবরাহও করা হবে। সেগুলি ঠিক করবে পুরসভা।

১৫ আগস্ট প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। পুজোর আগেই পরিষেবা চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সেন্টারে যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক, পুরসভাগুলি এখন তাঁদের নাম নথিভুক্ত করছে। তারপর ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচিত করে তাঁদের প্রত্যেককে সচিত্র পরিচয়পত্রও দেওয়া হবে। যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষেবা দেবেন। কাজের শেষে তাঁরা পাকা বিলও দেবেন। আধুনিক নগরজীবনে এমন অনেক কিছু আছে, যার প্রয়োজনে 'বিশ্বাসী' লোক পাওয়া মুশকিল। এক্ষেত্রে পুরসভাই থাকছে মূল 'গ্যারান্টার'। ফলে নির্ভয়ে লোক পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অনেক হ্যাপা কমে যাবে। মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান রথীন ঘোষ এবং বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের টোল নম্বর বসে গিয়েছে। আশা করি, পুজোর আগেই নাগরিকদের জন্য পরিষেবা চালু করতে পারব।

পৃষ্ঠা - ১

বর্তমান ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৫

Dist. Information & Cultural Officer
Govt. of India

তেহট্টের প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

সংবাদদাতা, তেহট্ট: মঙ্গলবার তেহট্টের অভয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল। এর উদ্বোধন করেন তেহট্ট নতুন চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জয়কুমার মণ্ডল। শিশুদের জন্য এই গ্রন্থাগারের নাম দেওয়া হয় 'চলন্তিকা'। এখানে শিশুদের উপযোগী প্রায় ৩০০টি বই আছে। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক ও একজন পার্শ্বশিক্ষকের দেওয়া টাকায় বই কেনা হয়েছে। সঞ্জয়বাবু বলেন, রাজ্য সরকার শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে নানা পরিকল্পনা করছে। তার মধ্যে এই গ্রন্থাগার তৈরির পরিকল্পনা অন্যতম।

প্রধান শিক্ষক সফিকুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ। এদিনই ছাত্রছাত্রীদের লেখা নিয়ে একটি দেওয়াল পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা - ৮

বর্তমান ৭ই সেপ্টেম্বর 2006

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia